২

নৈতিক ক্রিয়া ও অনৈতিক ক্রিয়া

Moral Actions and Non-moral Actions

২.১ নৈতিক ও অনৈতিক ক্রিয়া

Moral and non-moral actions

সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ নিয়েই নীতিবিদ্যা আলোচনা করে, পশুদের আচরণ নিয়ে নয়। কাজেই 'নৈতিক ও অনৈতিক ক্রিয়া'র আলোচনায় কেবল মানুষের ক্রিয়া-কর্মই অন্তর্ভুক্ত হয়, পশুদের নয়। **কেবল মানুষের ক্রিয়ারই নৈতিক বিচার হয়।**

আমাদের কিছু ক্রিয়া বাধ্যতামূলক আবার কিছু ক্রিয়া স্বেচ্ছাকৃত। শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করা, তীব্র আলোকে চোখের পাতা বন্ধ করা, গরম পাত্রে হাত দেওয়ামাত্র হাত সরিয়ে নেওয়া—এসব ক্রিয়া বাধ্যতামূলক। এসব ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া আমরা না করে পারি না। যেসব ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া বাধ্যতামূলক, যাদের না করে আমরা পারি না, তাদের যেমন নৈতিক বিশেষণ প্রয়োগ করে 'ভাল' বলা যায় না, তেমনি নৈতিক বিশেষণ প্রয়োগ করে 'মন্দ' বলাও যায় না। আমরা এমন বলি না, 'শ্বাস নেওয়া ভাল/মন্দ', 'তীব্র আলোকে চোখ বন্ধ করা উচিত/অনুচিত'। বাধ্যতামূলক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে নৈতিক বিশেষণ 'ভাল-মন্দ', 'উচিত-অনুচিত' ইত্যাদির ব্যবহার হয় না বলে বাধ্যতামূলক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ভাল-মন্দের বাইরে অর্থাৎ **অনৈতিক**। কাজেই বলা যায় যে, **যেসব ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়ার 'ভাল-মন্দ' বিচার হয় না, সেসব নীতিবহির্ভূত বা অনৈতিক** (*non-moral*) **ক্রিয়া।**

স্বেচ্ছাকৃত কর্মেরই নৈতিক বিচার অর্থাৎ 'ভাল-মন্দ', 'উচিত-অনুচিত' ইত্যাদিরূপে বিচার হয় বলে **কেবল স্বেচ্ছাকৃত কর্মই** (*voluntary actions*) **নৈতিক**। আমাদের অধিকাংশ কাজই স্বেচ্ছাকৃত। আমরা খেলা করি, লেখাপড়া করি, বেড়াতে যাই, চাকরী করি, গান-বাজনা করি, আমোদ-প্রমোদ করি। এসবই স্বেচ্ছাকৃত কর্ম। স্বেচ্ছাকৃত কর্ম যেমন আমরা করতে পারি, তেমনি না করেও থাকতে পারি। আমি যেমন বেড়াতে যেতে পারি, তেমনি বেড়াতে না গিয়েও থাকতে পারি। অর্থাৎ স্বেচ্ছাকৃত কর্মে আমাদের স্বাধীনতা থাকে, যা বাধ্যতামূলক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে থাকে না। **কর্ম করা অথবা না করার স্বাধীনতা থাকার জন্য ঐ কাজের দায়ভার আমাদের বহন করতে হয়, এবং যে কাজের দায়ভার আমাদের বহন করতে হয় কেবল সেইসব কাজের ক্ষেত্রেই 'ভাল-মন্দ', 'ন্যায়-অন্যায়', 'উচিত-অনুচিত' ইত্যাদি নৈতিক গুণাগুণ প্রয়োগ করা যেতে পারে।** আমরা বলি, 'সত্যকথা বলা ভাল', 'চুরি করা অনুচিত'। সত্যকথা বলা বা চুরি করা আমাদের কাছে বাধ্যতামূলক নয়। আমরা যেমন সত্যকথা বলতে পারি তেমনি মিথ্যা কথাও বলতে পারি। যেমন, অপরের সম্পদ চুরি করতে পারি তেমনি চুরি না করেও থাকতে পারি। সত্যকথা বলার অথবা না বলার, চুরি করার অথবা না করার স্বাধীনতা আমাদের থাকে; ঐ স্বাধীনতা থাকার জন্যই ঐসব কাজের দায়ভার আমাদের বহন করতে হয় এবং ঐ দায়ভার বা দায়িত্বের সঙ্গেই যুক্ত থাকে 'ভাল-মন্দ', 'উচিত-অনুচিত' প্রভৃতি নৈতিক বিশেষণ। এপ্রকার নৈতিক বিশেষণযুক্ত কর্মই হচ্ছে **নৈতিক কর্ম** (*moral action*)।

কাজেই বলা যায়, **যে ক্রিয়ার ক্ষেত্রে নৈতিক বিশেষণ 'ভাল-মন্দ' ইত্যাদি প্রয়োগ করা যায় না, তা 'অনৈতিক' বা 'নীতি-বহির্ভূত ক্রিয়া'; আর যে কাজের ক্ষেত্রে নৈতিক বিশেষণ 'ভাল-মন্দ' ইত্যাদি প্রয়োগ করা যায়, তা 'নৈতিক ক্রিয়া'। মানুষের বাধ্যতামূলক ক্রিয়া অনৈতিক, কেবল স্বেচ্ছাকৃত কর্মই নৈতিক।**

নৈতিককর্ম যেমন 'ভাল' হয় তেমনি 'মন্দ'ও হয়। সত্যকথা বলা নৈতিককর্ম, কেননা তা উচিতকর্ম। আবার মিথ্যাকথা বলাও নৈতিককর্ম, কেননা তা অনুচিতকর্ম। সত্যভাষণ ও মিথ্যাভাষণ উভয়ক্ষেত্রে নৈতিক বিশেষণ (উচিত/অনুচিত) ব্যবহার করা হয় বলে তারা নৈতিক। 'নৈতিক' বলতে যেমন নীতিসম্মত ('ভাল','উচিত', 'ন্যায়' ইত্যাদি বিশেষণযুক্ত) ক্রিয়াকে বোঝায় তেমনি নীতি-গর্হিত ('মন্দ', 'অনুচিত', 'অন্যায়' ইত্যাদি বিশেষণযুক্ত) ক্রিয়াকেও বোঝায়। এটাই **'নৈতিক' শব্দের ব্যাপক অর্থ এবং নীতিবিদ্যায় এই ব্যাপক অর্থেই 'নৈতিক' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। নীতিসম্মত** (*moral*) **ও নীতি-গর্হিত** (*immoral*) **উভয় প্রকার ক্রিয়াকেই নীতিবিদ্যায় 'নৈতিক'** (*moral*) **বলা হয়।**

আমরা সাধারণত 'নৈতিক' শব্দটিকে সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করে থাকি। **সঙ্কীর্ণ অর্থে 'নৈতিক' বলতে বোঝায়, যা নীতিসম্মত** (*moral*) **অর্থাৎ 'ভাল', 'উচিত' ইত্যাদি বিশেষণযুক্ত; আর 'অনৈতিক' বলতে বোঝায়, যা নীতি-গর্হিত** (*immoral*) **অর্থাৎ 'মন্দ','অনুচিত' ইত্যাদি বিশেষণযুক্ত।** কিন্তু সঠিক অর্থে নীতি-গর্হিত কর্মকে 'অনৈতিক' (*non-moral*) বলা যুক্তিযুক্ত নয়, কেননা নীতি-গর্হিত কর্মও 'মন্দ', 'অনুচিত' ইত্যাদি নৈতিক বিশেষণযুক্ত। কাজেই, **নীতি-গর্হিত কর্ম (*immoral action*) অনৈতিক বা নীতিবহির্ভূত কর্ম (*non-moral action*) থেকে স্বতন্ত্র এবং তা নৈতিককর্মের (*moral action*) অন্তর্ভুক্ত। সহজ কথায় নীতিসম্মত ও নীতি-গর্হিত উভয় প্রকার ক্রিয়াই ব্যাপক অর্থে 'নৈতিক'।**

২.২ অনৈতিক বা নীতিবহির্ভূত ক্রিয়া ঃ অনৈচ্ছিক ক্রিয়া
Non-moral actions : Non-voluntary actions

মানুষের অনৈচ্ছিক ক্রিয়াই অনৈতিক বা নীতিবহির্ভূত ক্রিয়া, কেননা অনৈচ্ছিক ক্রিয়াকে 'ভাল-মন্দ' ইত্যাদি নৈতিক বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না। স্বয়ংক্রিয়া, স্বতঃসঞ্জাত ক্রিয়া, প্রতিবর্ত ক্রিয়া, সাহজিক ক্রিয়া, ভাবজক্রিয়া, আকস্মিক ক্রিয়া, অনুকরণমূলক ক্রিয়া প্রভৃতি অনৈচ্ছিক ক্রিয়া এবং সেজন্য অনৈতিক ক্রিয়া। উল্লিখিত অনৈচ্ছিক ক্রিয়াগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল ঃ

(১) **স্বয়ংক্রিয়া** (*Random action*)

মানবশিশুর জন্মলগ্ন থেকেই যে সব দৈহিক জৈব-ক্রিয়ার সূচনা হয় সে সব স্বয়ংক্রিয়া। রক্তচলাচল ক্রিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া, পরিপাক ক্রিয়া, যকৃত, প্লীহা, বিভিন্ন গ্রন্থির ক্রিয়া, অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রগুলির ক্রিয়া হচ্ছে স্বয়ংক্রিয়া। এসব দেহযন্ত্রের ক্রিয়া মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা এসব দেহযন্ত্রের ক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন থাকি না। দেহ অসুস্থ হলে কেবল তখনই এসব ক্রিয়া সম্পর্কে চেতনা দেখা দেয়। শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়া সম্পর্কে, রক্তচাপ বৃদ্ধি হলে রক্তচলাচল ক্রিয়া সম্পর্কে, পরিপাকের ব্যাঘাত হলে পাকযন্ত্রের ক্রিয়া সম্পর্কে আমরা সচেতন হই। ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই অজ্ঞাতে ক্রিয়া করার জন্য এসব ক্রিয়া অনৈতিক বা নীতিবহির্ভূত। শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়াকে আমরা যেমন 'ভাল' বলি না, তেমনি 'মন্দ'ও বলি না, কেননা তা ইচ্ছাধীন নয়, স্বয়ংক্রিয়া।

(২) **স্বতঃসঞ্জাত ক্রিয়া** (*Spontaneous action*)

দেহযন্ত্রের সঞ্চিত শক্তিই স্বতঃসঞ্জাত ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। অকারণে শিশুর হাত-পা ছোড়া, হাসা, কাঁদা প্রভৃতি স্বতঃসঞ্জাত ক্রিয়া। এজাতীয় ক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুর দেহস্থ সঞ্চিত স্নায়ুশক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হয়। হাত-পা ছোড়া ইত্যাদির মধ্য দিয়ে দেহের সঞ্চিত বা উদ্বৃত্ত শক্তি প্রকাশ পাওয়ায় ঐসব ক্রিয়ার মাধ্যমে শিশু তৃপ্তি বোধ করে এবং ঐসব ক্রিয়ার পথে বাধা সঞ্চার করলে, যেমন হাত-পা ধরে রাখলে, শিশু অতৃপ্তি বোধ করে, যার প্রকাশ হয় কান্নায়। এপ্রকার ক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুর দেহের স্নায়ু ও পেশী পুষ্ট হলেও, সচেতনভাবে শিশু এসব কাজ করে না। **এজাতীয় ক্রিয়া সম্পূর্ণ অনৈচ্ছিক এবং সেজন্য নৈতিক বিচারের—'ভাল' 'মন্দ' বিচারের—বিষয়বস্তু নয়। স্বতঃসঞ্জাত ক্রিয়া অনৈতিক বা নীতিবহির্ভূত।**

(৩) **প্রতিবর্ত- ক্রিয়া** (*Reflex action*)

উদ্দীপক ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করা মাত্র, চেতনার নিয়ন্ত্রণ ও পূর্বশিক্ষা ছাড়াই, তৎক্ষণাৎ এবং বারবার একইভাবে যে প্রতিক্রিয়া হয় তাকেই বলে 'প্রতিবর্ত-ক্রিয়া'। যেমন—চোখের মধ্যে তীব্র আলোক প্রবেশ করলে তৎক্ষণাৎ তারারন্ধ্র (*pupil*) সঙ্কুচিত হওয়া, গরম পাত্রে হাত লাগামাত্র হাত সরিয়ে নেওয়া, ঝাঁজালো পদার্থ নাকে যাওয়া মাত্র হাঁচি বা কাশি হওয়া, ইত্যাদি হচ্ছে প্রতিবর্ত-ক্রিয়া। প্রতিবর্ত-ক্রিয়া আবার দুই প্রকার হতে পারে—শারীর প্রতিবর্ত-ক্রিয়া (*physiological reflex action*) এবং সংবেদনমূলক প্রতিবর্ত-ক্রিয়া (*sensation reflex action*)। তীব্র আলোকে চক্ষুতারার সঙ্কোচন শারীর প্রতিবর্ত-ক্রিয়া, কেননা এখানে ক্রিয়াটি সম্পূর্ণভাবে দেহগত, চেতনার কোন ক্রিয়া থাকে না। সংবেদনমূলক প্রতিবর্তের ক্ষেত্রে ক্রিয়া সম্পর্কে এক অস্পষ্ট চেতনা থাকে। হাঁচি, কাশি প্রভৃতি সংবেদনমূলক প্রতিবর্ত-ক্রিয়া। তবে, শারীর অথবা সংবেদনমূলক যাই হোক না কেন, কোনক্ষেত্রেই ক্রিয়াটি ইচ্ছাধীন নয়, অর্থাৎ ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। হাঁচি বা কাশি পেলে, ইচ্ছা থাকলেও, তাকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। **ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণ না থাকায় এসব ক্রিয়া অনৈচ্ছিক এবং সে কারণে নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু হতে পারে না।** প্রতিবর্ত-ক্রিয়া অনৈতিক বা নীতিবহির্ভূত।

(৪) **সাহজিক ক্রিয়া** (*Instinctive action*)

যে জন্মগত শক্তির জন্য এক শ্রেণীর সকল প্রাণী, কোনরূপ শিক্ষা বা সঙ্কল্পের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে এবং ফলাফল সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে, অজ্ঞাতসারে আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষামূলক জৈব-উদ্দেশ্য সাধন করে, তাকে বলে 'সহজাত প্রবৃত্তি' (*instinct*) **এবং ঐ প্রবৃত্তির প্রকাশকে বলে 'সাহজিক ক্রিয়া'** (*instinctive action*)। প্রাণীর জৈব প্রয়োজন-সাধন অনুসারে চারপ্রকার সহজাত প্রবৃত্তি এবং তার প্রকাশ সাহজিক ক্রিয়ার উল্লেখ করা হয়। যথা—(ক) খাদ্য-সংগ্রহমূলক, (খ) আত্মরক্ষামূলক, (গ) সন্তানপালনমূলক এবং (ঘ) যৌন-সংগমমূলক। প্রথম দুই প্রকার ক্রিয়ার দ্বারা প্রাণী আত্মরক্ষা করে, বাকি দুই প্রকার ক্রিয়ার দ্বারা প্রাণী বংশরক্ষা করে। মানুষেরও এসব সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তিমূলক ক্রিয়া উপযুক্ত সময়ে প্রকাশ পায়। স্তন্যপান প্রবৃত্তি জন্মকালে প্রকাশ পেলেও মানুষের যৌন-প্রবৃত্তির প্রকাশ ঘটে অনেক পরে, দেহ পরিণত হবার পর। **সাহজিক ক্রিয়া সজ্ঞান ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা প্রসূত নয়। সহজাত প্রবৃত্তি এক অন্ধ তাড়না হওয়ায় ঐ প্রবৃত্তির প্রকাশ যে সাহজিক ক্রিয়া তা ইচ্ছামূলক নয়, অর্থাৎ অনৈতিক ক্রিয়ার অন্তর্গত। এজন্য সাহজিক ক্রিয়াকে 'ভাল' অথবা 'মন্দ' বলা যায় না। সাহজিক ক্রিয়া অনৈতিক বা নীতিবহির্ভূত।**

(৫) ভাবজক্রিয়া (*Ideo-motor action*)

যখন কোন মনের ভাব বা ধারণা এতই তীব্র হয় যে তা স্বতঃই কর্মে পরিণত হয়, কর্মের জন্য কোন চেষ্টার প্রয়োজন হয় না, তখন সেই ক্রিয়াকে 'ভাবজক্রিয়া' বলে। ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মূলে ভাব বা ধারণা থাকলেও সেই ভাব বা ধারণাকে আমরা চেষ্টার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে পারি। কিন্তু ভাবজক্রিয়ার ক্ষেত্রে ভাব বা ধারণাটির ওপর আমাদের কোন নিয়ন্ত্রণই থাকে না, ধারণাটি স্বতঃই অর্থাৎ নিজ শক্তিতেই ক্রিয়াতে পরিণত হয়—ভাব বা ধারণা অনুসারে আমরা ক্রিয়া না করে পারি না। কাজেই, **ভাবজক্রিয়া ঐচ্ছিক নয়, অনৈচ্ছিক।** ধূমপায়ী প্রায়শই অপরের কাছ থেকে দিশলাই বাক্স নিয়ে নিজের পকেটে রাখে। 'সিগারেট যেমন আমার পকেটে থাকে দিশলাই-বাক্সও তেমনি আমার পকেটেই থাকে'—এই বদ্ধমূল ধারণার বশবর্তী হয়ে ধূমপায়ী অপরের দিশলাই-বাক্স অজ্ঞাতসারে নিজের পকেটে রাখে। ভাবজক্রিয়ার পরিণাম ব্যক্তির জীবনে অনেক সময় ভয়াবহ হতে পারে। পাঁচতলার ছাদের রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে 'আমি এখান থেকে লাফ দেব'—এই ধারণাটি মনে আসামাত্র ব্যক্তিবিশেষ লাফ না দিয়ে পারে না। এটি কোন আত্মহত্যা প্রচেষ্টা নয়, ভাবজক্রিয়া। অনেক ক্ষেত্রে যাকে আমরা 'আত্মহত্যা' বলি তা ভাবজক্রিয়ার পরিণাম হতে পারে—মৃত লোকটির, মনের ধারণা অনুসারে, ঐ ভাবে ক্রিয়া না করে উপায় ছিল না। উন্মত্ত ও প্রমত্ত ব্যক্তির অনেক ক্রিয়াই ভাবজক্রিয়া। **এজাতীয় ক্রিয়া ইচ্ছাকৃত নয় বলে তাদের নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তুরূপে 'ভাল' অথবা 'মন্দ' কিছুই বলা যাবে না। ভাবজক্রিয়া অনৈতিক বা নীতিবহির্ভূত।**

(৬) **অনুকরণমূলক ক্রিয়া** (*Imitative action*)

অপরের অনুকরণ করে যে ক্রিয়া তা অনুকরণমূলক ক্রিয়া। অনুকরণমূলক ক্রিয়া **ইচ্ছাকৃত** হতে পারে আবার **অনৈচ্ছিক** হতে পারে। ইচ্ছাকৃত অনুকরণমূলক ক্রিয়া নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু হলেও **অনৈচ্ছিক অনুকরণমূলক ক্রিয়া অনৈতিক।** শিশুদের অনুকরণমূলক ক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত (অনৈচ্ছিক) হওয়ায় তাদের ঐ প্রকার ক্রিয়াকে 'ভাল' 'মন্দ' কিছুই বলা যাবে না। অপরের হাসি দেখে শিশুও হাসে, অপরে জিভ দেখালে শিশুও জিভ দেখায়, অপরে কোন মুখভঙ্গি করলে শিশুও তেমন করে—শিশুদের এসব ক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত, ইচ্ছাকৃত নয় এবং সেকারণে **শিশুদের অনুকরণমূলক ক্রিয়াকে অনৈতিক বা নীতিবহির্ভূতরূপে গণ্য করতে হবে।**

(৭) **আকস্মিক ক্রিয়া** (*Accidental action*)

আকস্মিক ক্রিয়া ইচ্ছাকৃত না হওয়ায় তা অনৈতিক বা নীতিবহির্ভূত ক্রিয়া। দৈবাৎ হাত থেকে অপরের হাত ঘড়িটি পড়ে ভেঙে গেলে সেই ক্রিয়াকে 'ভাল' 'মন্দ' ইত্যাদি নৈতিক বিশেষণে বিশেষিত করা যাবে না। আকস্মিক ক্রিয়া কর্মকর্তার ইচ্ছাকৃত না হওয়ায় তা অনৈতিক।

(৮) **অস্বভাবী বা উন্মাদ ব্যক্তির ক্রিয়া** (*Actions of insane persons*)

উন্মাদ ও অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির ক্রিয়া বিচারবুদ্ধি প্রসূত না হওয়ায় সেসব অনৈতিক ক্রিয়া। উন্মাদ ব্যক্তির ক্রিয়ার মূলে হচ্ছে অবচেতন বা নির্জ্ঞানের কোন অবদমিত কামনা-বাসনা, সজ্ঞান কোন ইচ্ছা নয়। চেতনমনের ইচ্ছাকৃত না হওয়ায় অস্বভাবী ও উন্মাদের ক্রিয়ার নৈতিক বিচার হতে পারে না। ভ্রংশ-বুদ্ধি উন্মাদের ক্রিয়াকলাপ সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক হলেও, স্বেচ্ছাকৃত নয় বলে ঐসব ক্রিয়া অনৈতিক।

কেবল মানুষের আচরণই নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু হতে পারে, পশুদের আচরণ নয়। তবে মানুষের সব রকম আচরণকেই নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু করে 'ভাল' 'মন্দ' বলা যায় না। উপরোক্ত ক্রিয়াগুলি মানুষের হলেও তাদের নৈতিক বিশেষণ প্রয়োগ করে 'ভাল-মন্দ', 'ন্যায়-অন্যায়', 'উচিত-অনুচিত' ইত্যাদি বলা যাবে না, কেননা ঐসব ক্রিয়া অন্ধ ও যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয়, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পন্ন নয়।

২.৩ নৈতিক ক্রিয়া ঃ ঐচ্ছিক ক্রিয়া

Moral action : Voluntary action

মানুষের ঐচ্ছিক ক্রিয়া বা স্বেচ্ছাকৃত কর্মই নৈতিক কর্ম। স্বেচ্ছাকৃত কর্ম কেবল মানুষের জীবনেই সম্ভব এবং মানুষের ঐ প্রকার কর্মই 'ভাল-মন্দ' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত নৈতিক কর্ম। **কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষ যখন স্বেচ্ছায় এবং সচেতনভাবে কোন কর্ম করে তখন তাকে বলে 'ঐচ্ছিক' বা 'স্বেচ্ছাকৃত কর্ম'।** ঐচ্ছিক ক্রিয়ায় কর্মকর্তা বিচার-বিবেচনা পূর্বক একটি উপায় অবলম্বন করে কোন উদ্দেশ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয় এবং ঐ কাজের পরিণাম সম্বন্ধেও সচেতন থাকে। এসব কর্মের সঙ্গে 'পারার' স্বাধীনতা যুক্ত থাকে, কেননা এজাতীয় কাজ কর্মকর্তা যেমন 'করতে পারে' তেমনি 'না করেও থাকতে পারে'। **যে কাজ ব্যক্তি বাধ্য হয়ে করে না, স্বেচ্ছায় করে, সেই কাজের দায়ভার ব্যক্তিকেই বহন করতে হয়।** এ প্রকার স্বাধীন ইচ্ছাপ্রসূত কর্মের ক্ষেত্রেই কর্মকর্তা তথা তার কর্মাদি নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু হতে পারে। স্বাধীন ইচ্ছাপ্রসূত কর্মই উচিতার্থক কর্ম। যে কাজ 'করতে পারার' বা 'না-পারার' স্বাধীনতা মানুষের থাকে, কেবল সেই কাজকেই 'উচিত-অনুচিত', 'ভাল-মন্দ' ইত্যাদি নৈতিক বিশেষণে বিশেষিত করা যায়। স্বেচ্ছাকৃত কর্মই সমাজ কর্তৃক 'ভাল' বলে প্রশংসিত হয় অথবা 'মন্দ' বলে নিন্দিত হয়।

স্বেচ্ছাকৃত কর্মের ন্যায় **অভ্যাসজাত বা অভ্যস্ত ক্রিয়াও** (*habitual action*) **নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু,** অর্থাৎ অভ্যস্ত ক্রিয়াকেও 'ভাল-মন্দ' নৈতিক বিশেষণে বিশেষিত করা হয়। অভ্যাসজাত ক্রিয়ার মূলে হচ্ছে ঐচ্ছিক ক্রিয়া— বার বার অনুশীলনের ফলে ঐচ্ছিক ক্রিয়াই অভ্যাসসিদ্ধ অনৈচ্ছিক ক্রিয়ায় পরিণত হয়। প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ শুরুতে অভ্যাসজাত ক্রিয়াটি ঐচ্ছিক ক্রিয়ারূপে থাকে, পরবর্তীকালে বার বার অনুশীলনের ফলে তা অনৈচ্ছিক ক্রিয়ায় পরিণত হয়। যেহেতু প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ সূচনাতে ঐচ্ছিক,

সেজন্য অভ্যাসজাত ক্রিয়ার জন্য কর্মকর্তাকে দায়বদ্ধ করা হয়। ধূমপায়ীর কাছে ধূমপান প্রথম অবস্থায় ঐচ্ছিক ক্রিয়া, স্বেচ্ছাকৃতভাবেই সে প্রথমে দু-একটা ধূমপান করে; কিন্তু বার বার ধূমপানের ফলে পরবর্তীকালে ধূমপান ধূমপায়ীর কাছে আর স্বেচ্ছাকৃত ক্রিয়া থাকে না, অনৈচ্ছিক ক্রিয়ায় পরিণত হয়—ধূমপান না করে সে আর থাকতে পারে না। প্রথম অবস্থায় স্বেচ্ছাকৃত ক্রিয়া হওয়ায় ধূমপায়ীর ধূমপান ক্রিয়াকে 'ভাল' অথবা 'মন্দ' রূপে বিচার করা যায়। প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ সূচনাতে ধূমপান না করেও ধূমপায়ীর পক্ষে থাকা সম্ভব ছিল। এখনও, প্রচেষ্টা ও দৃঢ় সঙ্কল্পের দ্বারা ধূমপায়ী ধূমপানের অভ্যাসকে পরিত্যাগ করতে পারে। এ প্রকার 'পারার' স্বাধীনতা থাকায় কর্মকর্তার অভ্যাসজাত ক্রিয়াকে 'ভাল' অথবা 'মন্দ' রূপে বিচার করা যায়।

কাজেই, **স্বেচ্ছাকৃত কর্ম** (*voluntary action*) এবং **অভ্যাসজাত ক্রিয়াই** (*habitual action*) **হচ্ছে নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু।**

২.৪ ঐচ্ছিক ক্রিয়ার বিশ্লেষণ ঃ বিভিন্ন স্তর

Analysis of voluntary action : Different stages

নির্দিষ্ট কোন অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য পূর্বসঙ্কল্প অনুসারে এবং ফলাফলের কথা চিন্তা করে অনুষ্ঠিত কর্মই হচ্ছে স্বেচ্ছাকৃত কর্ম বা ঐচ্ছিক ক্রিয়া। ঐচ্ছিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার স্বকীয় সচেতন ইচ্ছার দ্বারা কর্মটি সম্পন্ন করে এবং ঐ ক্রিয়ার জন্য তাকে দায়-দায়িত্ব বহন করতে হয়। ঐচ্ছিক ক্রিয়াই নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু।

ঐচ্ছিক ক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে তিনটি স্তর পাওয়া যায়। যথা— (১) **মানসিক স্তর** (*Mental stage*), (২) **দৈহিক স্তর** (*Bodily stage*), এবং (৩) **দেহ-বহির্ভূত স্তর বা বাহ্যস্তর** (*External stage*)

একটি উদাহরণ দিয়ে ঐচ্ছিক ক্রিয়ার তিনটি স্তরকে বোঝান গেল—'পাঠ্যপুস্তক কেনা'। পাঠ্যপুস্তক কেনা একটি ইচ্ছাকৃত কর্ম, কেননা বইটি আমি কিনতে পারি আবার নাও কিনতে পারি, বইটি কেনা আমার কাছে বাধ্যতামূলক নয়, ইচ্ছাকৃত। এখানে মানসিক স্তরটি হল অভাববোধ। ঐ অভাববোধ থেকে বইটি কেনার আগ্রহ বা কামনা, সঙ্কল্প ইত্যাদি যা দেখা দেয় সে সবও মানসিক স্তরের অন্তর্গত। এবার, দ্বিতীয় স্তরে, বইটি কেনার জন্য আমার দৈহিক পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন হয়। বইটি কেনার জন্য আমাকে পায়ে হেঁটে অথবা ট্রামে বা বাসে করে বই-এর দোকানে যেতে হয়। বই-এর দোকানে যাবার জন্যে আমার শারীরিক পরিশ্রম, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে বিভিন্ন পরিবর্তন দৈহিক স্তরের অন্তর্গত। সর্বশেষে, বইটি কেনার ফলে আমার দেহ-মনের বাইরে যে জগৎ তার মধ্যে কিছু পরিবর্তন ঘটে—বইটি দোকানে যে স্থান জুড়ে ছিল তা শূন্য হয় এবং আমার বাড়ির শূন্য টেবিলে বইটি স্থান পায়। বাহ্যজগতের এসব পরিবর্তন বাহ্যস্তরের অন্তর্গত।

স্বেচ্ছাকৃত কর্মের বিভিন্ন স্তরগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল ঃ

(১) মানসিক স্তর (*Mental Stage*)

মানসিক স্তরের আবার বিভিন্ন স্তর অর্থাৎ উপস্তর আছে। যথা—

(ক) কর্মের উৎস ঃ অভাববোধ (*Spring of action : Feeling of want*) :

ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মূল উৎস হল অভাববোধ। অভাববোধ মাত্রই বেদনাদায়ক। বেদনাদায়ক অভাববোধই ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মূল উৎস। এই অভাববোধ বাস্তব বা বর্তমানের হতে পারে, আবার কাল্পনিক বা ভবিষ্যতের হতে পারে; নিজের জন্য হতে পারে, আবার অপরের জন্যও হতে পারে। 'পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য বইটি আমার এখনই প্রয়োজন' এই অভাববোধ থেকে বইটি কিনতে গেলে অভাববোধটি হবে বাস্তব বা বর্তমানের। 'সামনের পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য বইটি আমার পরে প্রয়োজন হবে' এই অভাববোধ থেকে বইটি কিনতে গেলে অভাববোধটি হবে কাল্পনিক বা ভবিষ্যতের। তেমনি 'বইটি আমার নিজের পড়ার জন্যে প্রয়োজন' এই অভাববোধ থেকে বইটি কিনতে গেলে অভাববোধটি হবে নিজের প্রয়োজনে অভাববোধ; আর 'বইটি আমার বন্ধুর পড়ার জন্যে প্রয়োজন'এমন অভাববোধ থেকে বইটি কিনতে গেলে অভাববোধটি হবে পরের জন্য

অভাববোধ। তবে, অভাববোধের প্রকৃতি যাই হোক না কেন তা সর্বদাই বেদনাদায়ক। অভাবজনিত **এই বেদনা বা অস্বস্তিবোধই ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মূল উৎস।**

(খ) লক্ষ্য (*The end*) :

অভাববোধ থেকে দেখা দেয় সেই বস্তু-কল্পনা যা ঐ অভাবের নিরাশ ঘটাতে পারে। এই বস্তুই হচ্ছে স্বেচ্ছাকৃত কর্মের **কাম্যবস্তু বা লক্ষ্যবস্তু,** যাকে পাবার জন্যে কর্মটি করা হয়। **অভাববোধের সঙ্গে লক্ষ্যবস্তুর ধারণা যুক্ত না হলে ঐচ্ছিক কর্ম সম্পন্ন হতে পারে না।** অভাবটি যে পাঠ্যপুস্তকের—এমন ধারণা আমার না হলে পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহের জন্যে আমি সচেষ্ট হতে পারি না। পাঠ্যপুস্তকের ধারণাই (লক্ষ্যবস্তুর ধারণা) আমাকে কর্মে প্রবৃত্ত করে।

(গ) কামনা (*Desire*) :

অভাববোধের সঙ্গে লক্ষ্যবস্তুর ধারণা যুক্ত হলে যে মানসিক অবস্থার উৎপত্তি হয় তাকেই বলে 'কামনা'। লক্ষ্যবস্তু লাভের কামনা জাগ্রত না হলে ঐচ্ছিক-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হতে পারে না। কামনার মধ্যে থাকে এক প্রকার তাড়না—লক্ষ্যবস্তু লাভের তাড়না বা ব্যাকুলতা এবং এই ব্যাকুলতাই ব্যক্তিকে কর্মে প্রবৃত্ত করে।

(ঘ) কামনার দ্বন্দ্ব (*Conflict of Desires*) :

মানুষের জীবনে কামনার অন্ত নেই এবং একই সঙ্গে একাধিক কামনা দেখা দিতে পারে। অনেক কামনার পরিতৃপ্তি সাধারণত একসঙ্গে সম্ভব হয় না বলে কোন একটি কামনাকে অগ্রাধিকার দিয়ে অপরাপর কামনাগুলিকে মন থেকে সরিয়ে রাখতে হয়। এরই ফলে **কামনার জগতের একাধিক কামনার মধ্যে দ্বন্দ্ব বা বিরোধের সূত্রপাত হয়।** পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্যে একটা বই কেনা, চলতি বর্ষার জন্যে একটা ছাতা কেনা, একজোড়া জুতো কেনা—এসব বিভিন্ন কামনা একই সঙ্গে দেখা দিতে পারে। কিন্তু আমার কাছে এখন যা টাকা আছে তাতে একটি কামনার পরিতৃপ্তি সম্ভব হলেও সবগুলির পরিতৃপ্তি সম্ভব হতে পারে না। কাজেই, কামনার গুরুত্ব অনুসারে, আমাকে ঐ সব বিভিন্ন কামনার মধ্যে কোন একটিকে বেছে নিয়ে বাকীগুলিকে সাময়িকভাবে বাতিল করতে হয় এবং তার ফলে আমার কামনার জগতের একাধিক কামনাগুলির মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। **মানুষ মাত্রই কামনার জগতের এই বিরোধের সম্মুখীন হয়।**

(ঙ) বিবেচনা (*Deliberation*) :

বিভিন্ন কামনার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে **বিচার-বিবেচনাপূর্বক কামনাগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব বা মূল্য নির্ধারণ করতে হয়।** বর্তমান অবস্থায় কোন্ কামনাটির গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত বেশী, কোনটির ফলাফল বেশী মূল্যবান—ইত্যাদি বিবেচনাপূর্বক কোন একটি কামনাকে নির্বাচন করে তারই পরিতৃপ্তির জন্যে সচেষ্ট হতে হয়। অবশ্য কামনার নির্বাচন সকলে একইভাবে করে না। নির্বাচন নির্ভর করে ব্যক্তির মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিক প্রবণতা অনুসারে ব্যক্তি বিশেষ কোন একটি কামনাকে—বই কেনার, অথবা ছাতা কেনার, অথবা জুতো কেনার কামনাকে অগ্রাধিকার দেয় ও বাকী কামনাগুলিকে সাময়িকভাবে বাতিল করে।

(চ) মনোনয়ন ও নিষ্পত্তি (*Decision and Resolution*) :

কামনার দ্বন্দ্বে মন যখন বিভিন্ন কামনার মধ্যে **কোন একটিকে মনোনীত করে অর্থাৎ বেছে নেয় তখন সকল দ্বন্দ্বের অবসান বা নিষ্পত্তি হয়।** এমন অবস্থায় ব্যক্তি তার নির্বাচিত কামনার বস্তুটিকে লাভ করবার জন্যে দৃঢ়সংকল্প হয় এবং মানসিক স্তরের এখানেই অবসান ঘটে।

(২) দৈহিক স্তর (*Bodily stage*)

মানসিক স্তরের অবসানের পর, সঙ্কল্পকে কর্মে পরিণত করার জন্যে দৈহিক পরিবর্তনের, অঙ্গ-সঞ্চালনের, প্রয়োজন হয়। কি প্রকার অঙ্গ-সঞ্চালন প্রয়োজন তা কর্মকর্তা সচেতনভাবে নির্ধারণ করে। কামনার প্রকৃতি অনুসারে দৈহিক পরিবর্তনেরও ভিন্নতা হয়। কামনার বিষয় পাঠ্যপুস্তক হলে দেহকে বই-এর দোকানে, ছাতা হলে ছাতার দোকানে, জুতো হলে জুতোর দোকানে দেহকে চালিত করতে হয়।

(৩) দেহ-বহির্ভূত স্তর বা বাহ্যস্তর (*External stage*)

দৈহিক ক্রিয়ার ফলে বহির্জগতে কিছু পরিবর্তন ঘটে। যেমন, পাঠ্যপুস্তক কেনার পর বইটি আর দোকানে থাকে না, আমার পড়ার ঘরে স্থান লাভ করে। লক্ষ্যবস্তু লাভ করা, লক্ষ্যসিদ্ধির জন্যে বিশেষ উপায় অবলম্বন করা, ইষ্ট বা অনিষ্ট ফল লাভ করা—এসবও বাহ্যজগতে পরিবর্তন ঘটায়।

যে কোন স্বেচ্ছাকৃত কর্ম বা ঐচ্ছিক ক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে উপরোক্ত তিনটি স্তর পাওয়া যায়—মানসিক স্তর, দৈহিক স্তর এবং বাহ্যস্তর।

২.৫ কামনার বিশ্লেষণ
Analysis of Desire

কোন কিছুর অভাববোধ থেকে, সেই বস্তুকে লাভ করে তৃপ্ত হবার জন্য যে মানসিক ব্যাকুলতা বা উত্তেজনা দেখা দেয়, তাকে বলে 'কামনা'। অন্যভাবে বলা যায়, এখন যা আয়ত্তে নেই তাকে পাবার জন্য যে মানসিক চাঞ্চল্য বা উত্তেজনা, তাই কামনা। চাওয়ার বস্তুটি আয়ত্তে না থাকলে ব্যক্তির মনে এক অস্বস্তিবোধ দেখা দেয় এবং ঐ অস্বস্তিবোধ থেকে মুক্ত হবার জন্য সে কাম্যবস্তুটিকে পেতে চায়। কামনা এক জটিল মানসিক প্রক্রিয়া, যাকে বিশ্লেষণ করলে তিনটি উপাদান পাওয়া যায়। যথা— (১) **জ্ঞানাত্মক উপাদান** (*Cognitive element*), (২) **অনুভূতিমূলক উপাদান** (*Affective element*) এবং (৩) **কর্ম-প্রবণতামূলক উপাদান** (*Conative element*)।

(১) জ্ঞানাত্মক উপাদান (*Cognitive element*)

জ্ঞানাত্মক উপাদানগুলি হল— (ক) অভাব সম্পর্কে চেতনা; (খ) অভাবটি দূর করতে পারে এমন কোন বস্তুর অর্থাৎ **কাম্যবস্তুর ধারণা**; (গ) কাম্যবস্তু লাভের উপায় সম্পর্কে ধারণা, যে উপায়টি আবার সৎ হতে পারে, অসৎও হতে পারে; (ঘ) কাম্যবস্তুটি লাভ করে তৃপ্তি পাওয়া যাবে—এমন এক ভবিষ্যতের সুখের প্রত্যাশা বা কল্পনা। এই প্রত্যাশার মাত্রা যত তীব্র হয়, কামনার তীব্রতাও তত বৃদ্ধি পায়; (ঙ) সর্বোপরি, 'কামনা' বলতে শুধু সুখ-দুঃখ বেদনা মিশ্রিত কাম্যবস্তুর ধারণাকেই বোঝায় না, কাম্যবস্তুটি যে ব্যক্তি-বিশেষের কাছে ইষ্ট এমন চেতনাও কামনার মধ্যে থাকে।[১]

(২) অনুভূতিমূলক উপাদান (*Affective element*)

অনুভূতিমূলক উপাদানগুলি হল— (ক) অভাববোধ থেকে জাত **বেদনাদায়ক অনুভূতি**,—কাম্যবস্তুটি আয়ত্তে না থাকার জন্য এক **অপ্রীতিকর অনুভূতি**; (খ) ভবিষ্যৎ চিন্তায় প্রীতিকর অনুভূতি। 'কাম্যবস্তুটি লাভ করলে ভবিষ্যতে তৃপ্ত হওয়া যাবে'—এমন চিন্তা করে কাল্পনিক সুখানুভূতি। বেদনাদায়ক বাস্তব অনুভূতি ও কাল্পনিক সুখানুভূতির মধ্যে প্রথমটির গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত বেশী, কেননা বেদনাদায়ক বাস্তব অনুভূতি থেকেই কাম্যবস্তু লাভের জন্য কর্ম-প্রবৃত্তি দেখা দেয়, যা ব্যক্তিকে কর্মে প্রবৃত্ত করে।

(৩) কর্ম-প্রবৃত্তিমূলক উপাদান (*Conative element*)

কর্ম-প্রবৃত্তিমূলক উপাদান হল— (ক) কাম্যবস্তু লাভ করার জন্য কর্ম-প্রবৃত্তি; (খ) কর্মের মাধ্যমে কর্ম-প্রবৃত্তির প্রকাশ; (গ) কাম্যবস্তু লাভ না করা পর্যন্ত কর্মের মধ্য দিয়ে প্রবৃত্তির প্রকাশ।

কামনার অন্তর্গত এই তিনটি উপাদানের মধ্যে শেষোক্ত **কর্ম-প্রবৃত্তিমূলক** উপাদানটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এই উপাদানটি ঐচ্ছিক ক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। এই কর্ম-প্রবৃত্তিমূলক দিকটির জন্যই কামনাকে ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মূল 'উৎস' বা 'ভিত্তি' বলা হয়।

---

১. 'In the case of what is strictly called desire, there is not merely the consciousness of an object, with an accompanying feeling of pleasure and pain, but also a recognition of the object as a good'. A Manual of Ethics. Mackenzie. P.33.

২.৬ কামনার জগৎ
Universe of Desires

'কামনার জগৎ' কথাটি অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি তার 'নীতিবিদ্যার সারগ্রন্থে' (*A Manual of Ethics*) ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেন, যুক্তিশাস্ত্রে (*Logic*) 'আলোচনার ক্ষেত্র বা জগৎ' (*Universe of discourse*) কথাটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, নীতিবিদ্যায় 'কামনার জগৎ' (*Universe of desires*) কথাটিও সেই অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে। যুক্তিশাস্ত্রে 'আলোচনার ক্ষেত্র বা জগৎ' বলতে বোঝায়—'প্রাসঙ্গিক আলোচনার বিষয়সমূহকে' অর্থাৎ যে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয় সেই প্রসঙ্গের অন্তর্গত বিষয়সমূহকে। এক প্রসঙ্গের অন্তর্গত বিষয়কে যদি অন্য প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করে কিছু বলা হয় তাহলে 'প্রসঙ্গ বহির্ভূত দোষ' বা 'প্রসঙ্গ বিভ্রম' (*meaninglessness outside a given context*) ঘটে যার ফলে কথাটি অর্থহীন হয়। যেমন—'বস্তুটি কালের ঊর্ধ্বে' বা 'জিনিসটি দুই সংখ্যার ঊর্ধ্বে' বললে প্রসঙ্গ-বহির্ভূত দোষ ঘটে এবং বাক্যদুটিও অর্থহীন হয়। 'ঊর্ধ্বে' শব্দটি দৈশিক সম্বন্ধকে (*spatial relation*) নির্দেশ করে, কিন্তু 'কাল' বা 'সংখ্যা' দৈশিক নয়, অদৈশিক। কাজেই, 'ঊর্ধ্বে' শব্দটি এখানে 'কাল' অথবা 'সংখ্যা' প্রসঙ্গের বহির্ভূত হওয়ায় দুটি বাক্যই অর্থহীন হয়েছে। ম্যাকেঞ্জি বলেন, 'দেবদেবী' (*gods*) সম্বন্ধে কোন উক্তি হোমারের (*Homer*) কবিতা বা গ্রীকপুরাণ প্রসঙ্গে সাধারণত সত্য এবং অর্থপূর্ণ হলেও আমাদের তথ্যের জগৎ প্রসঙ্গে ঐ সব উক্তি মিথ্যা অথবা অর্থহীন হতে পারে'।[২]

'কামনার জগৎ' প্রসঙ্গেও, ম্যাকেঞ্জির মতে, একই রকম কথা বলা যায়। বিশেষ কোন কামনা বিশেষ কোন কামনার জগৎ প্রসঙ্গেই অর্থপূর্ণ হয়, অন্য প্রসঙ্গে অর্থহীন হয়। মানুষের কামনার জগৎ এক নয়, একাধিক। এখনকার জগৎ পরিবর্তিত হয়ে পরে তা এক ভিন্ন জগৎ হয়। প্রত্যেক কামনা এক একটি বিশেষ জগতের (কামনার জগতের) অন্তর্ভুক্ত। একটি কামনা যে জগতের অন্তর্ভুক্ত সেই জগৎ প্রসঙ্গে তা অর্থপূর্ণ হলেও অন্য কোন জগৎ প্রসঙ্গে তা অর্থহীন। ব্যক্তি যখন যে কামনার জগৎকে আশ্রয় করে থাকে, সেটাই হচ্ছে তার তৎকালীন চরিত্রের (*character*) নির্ধারক।

অবশ্য, ব্যক্তির কাছে কামনার জগৎ কোন স্থাণু ও অচঞ্চল জগৎ নয়। ব্যক্তি প্রতিনিয়তই একটি কামনার জগৎ থেকে অন্য এক কামনার জগতে প্রবেশ করে। শৈশবের কামনার জগৎ যৌবনে থাকে না, যৌবনের কামনার জগৎ বার্ধক্যদশায় থাকে না। ম্যাকেঞ্জি বলেন, 'প্রতি বছর, প্রতিদিন, এমনকি প্রতি ঘণ্টায় আমরা একটি কামনার জগৎ থেকে অন্য এক কামনার জগতে প্রবেশ করি এবং তার ফলে পূর্বের চিত্তাকর্ষক বিষয়গুলির পরবর্তীকালে তেমন কোন আকর্ষণ থাকে না, কখনো বা তাদের বিরক্তিকর বলে মনে হয়।[৩] আকস্মিক কোন পরিবর্তন ঘটলে, যথা—বন্ধুর অকালমৃত্যুর সংবাদ শুনে অথবা পূর্ব-প্রতিশ্রুতির কথা হঠাৎ মনে পড়লে, অথবা কোন কর্তব্যকর্মের তাগিদ অনুভব করলে—আমাদের কামনার জগৎটি পরিবর্তিত হয় এবং আমরা এক কামনার জগৎ থেকে অন্য এক কামনার জগতে প্রবেশ করি। 'এমনকি পোশাক-পরিচ্ছদের পরিবর্তনের ফলেও কোন কোন মানুষের কামনার জগতের পরিবর্তন হতে পারে'।[৪]

সার কথা হল—আমরা যখন যে কামনার জগৎকে আশ্রয় করে থাকি তখন ঐ জগৎ প্রসঙ্গে কামনাগুলিই আমাদের কাছে অর্থপূর্ণ ও মূল্যবান বলে মনে হয়। মানুষের চরিত্র এই কামনার জগতের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায়। ছুটির দিনে মানুষের কামনার জগৎ কর্মরত অন্যান্য দিনের জগৎ থেকে ভিন্ন হয় বলে তার ব্যক্তিত্বের প্রকাশও ভিন্ন ভিন্ন রূপে হয়। ছুটির দিন প্রসঙ্গে যে কামনা অর্থপূর্ণ ও মূল্যবান, কর্মরত দিনের কামনার

---

২. 'A statement about 'the gods' may be true with reference to the world as depicted in the Homaric Poems, or to the world of Greek mythology generally, but may be false or meaningless, if understood with reference to the world of ordinary facts.' A Manual of Ethics. Mackenzie. P.34.

৩. 'From year to year and from day to day–sometimes even from hour to hour–we may find ourselves passing from one universe to another, where what we formerly desired becomes uninteresting, perhaps even disgusting'. Ibid. P.35.

৪. 'Even a change of clothes suffices with some men to produce to change of universe.' Ibid. P.35

জগৎ প্রসঙ্গে তা অর্থপূর্ণ ও মূল্যবান নয় বলে ছুটির দিনে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যেভাবে প্রকাশ পায় কর্মরত দিনগুলিতে সেভাবে প্রকাশ পায় না।

২.৭ অন্ধপ্রবণতা, অস্পষ্ট চাহিদা ও কামনা
Want, Appetite and Desire

'মানুষেরই কেবল 'কামনা' আছে। 'কামনা' শব্দটির অর্থকে সুস্পষ্ট করার জন্য ম্যাকেঞ্জি 'অন্ধপ্রবণতা' ও 'অস্পষ্ট চাহিদার' সঙ্গে তার পার্থক্য দেখিয়েছেন।

উদ্ভিদের 'অন্ধপ্রবণতা' (*want*) আছে; পশুর 'অস্পষ্ট চাহিদা' (*appetite*) আছে; আর মানুষের 'কামনা' (*desire*) আছে। উদ্ভিদের চেতনা নেই, পশুর অস্পষ্ট চেতনা আছে, আর মানুষের আত্মচেতনা আছে। এজন্য উদ্ভিদ তার অভাব সম্পর্কে, অভাবের বস্তু সম্পর্কে সচেতন নয়। অভাব পূরণ ক'রে জীবন ধারণের জন্য উদ্ভিদ অন্ধপ্রবণতাবশে কাজ করে। 'জীবন ধারণের জন্য উদ্ভিদ যখন তার শাখা-প্রশাখাগুলিকে সূর্যালোকের দিকে প্রসারিত করে তখন তা অন্ধপ্রবণতাবশে করে, 'জীবন ধারণের জন্য সূর্যালোক প্রয়োজনীয়'—এমন কোন চেতনা নিয়ে করে না'।[৫] **উদ্ভিদের চাহিদা এক অন্ধপ্রবণতা** (*want*)।

কিন্তু অভাব সম্পর্কে পশুর এক অস্পষ্ট চেতনা থাকে। এজন্য পশুর অভাব বা চাহিদা উদ্ভিদের ন্যায় অন্ধপ্রবণতা নয়, তা **অস্পষ্ট চাহিদা** (*appetite*)। অভাব সম্পর্কে, কাম্যবস্তু সম্পর্কে পশুর কিছুটা চেতনা থাকে, যদিও তা সুস্পষ্ট নয়। কোন্ বস্তু লাভ করলে অভাব দূরীভূত হতে পারে—এ সম্পর্কে পশুর এক অস্পষ্ট চেতনা থাকে। 'শিকারের অন্বেষণে ক্ষুধার্ত সিংহ তার কাম্যবস্তু সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর সচেতন, অর্থাৎ সে মোটামুটিভাবে জানে যে কোন্ বস্তু সে অন্বেষণ করছে',[৬] অর্থাৎ কোন্ বস্তু তার ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটাতে পারে। পশুর এ-প্রকার 'অস্পষ্ট চাহিদা' (*appetite*) আবার বেদনামিশ্রিত অর্থাৎ সুখ-দুঃখ অনুভূতি মিশ্রিত হয়। পশুদের অতৃপ্ত চাহিদা দুঃখমিশ্রিত, তৃপ্ত চাহিদা সুখমিশ্রিত। উদ্ভিদের অন্ধপ্রবণতার (*want*) সঙ্গে এপ্রকার বেদনা জড়িত থাকে না।

মানুষেরই কেবল 'কামনা' আছে। 'কামনার ক্ষেত্রে মানুষের কেবল কাম্যবস্তু সম্পর্কে বেদনামিশ্রিত চেতনাই থাকে না, কাম্যবস্তুটি যে ইষ্ট (*good*)**, এমন বোধও তার থাকে।'**[৭] কাজেই, মানুষের 'কামনা' যেমন উদ্ভিদের 'অন্ধপ্রবণতা' থেকে ভিন্ন, তেমনি তা পশুর 'অস্পষ্ট চাহিদা' থেকেও স্বতন্ত্র। ক্ষুধার্ত সিংহ খাদ্য অন্বেষণ না করে পারে না; কিন্তু ক্ষুধার্ত মানুষ খাদ্য কামনা নাও করতে পারে—খাদ্যবস্তুটি যদি ইষ্ট (*good*) হয় তবেই মানুষ তাকে কামনা করে। মানুষের খাদ্যের কামনার ক্ষেত্রে কাম্যবস্তুর ধারণার সঙ্গে ইষ্টবোধও যুক্ত থাকে।[৮]

'কামনা' নির্ভর করে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির (*point of view*) ওপর। অস্পষ্ট চাহিদা (*appetite*) বা ক্ষুধার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির কোন প্রভাব নেই। জৈব 'ক্ষুধার' দিক থেকে পশুর সঙ্গে সাধু-সন্তের কোন প্রভেদ নেই। কিন্তু 'কামনা'র দিক থেকে সাধু-সন্তের কাম্যবস্তু বর্বর ও কৃপণের কাম্যবস্তু থেকে ভিন্ন। মানুষ যেভাবে জীবনযাপন করে সেভাবেই সে কামনা পোষণ করে। কামনার মধ্যেই মানুষের চরিত্র (*character*) নিহিত। ইষ্ট মনে করে সাধুব্যক্তি যে কামনার জগৎ রচনা করে সেটাই তার চরিত্রের নির্ধারক। তেমনি ইষ্ট মনে করে কৃপণ ব্যক্তি যে কামনার জগৎ রচনা করে সেটাই তার চরিত্রের নির্ধারক।

---

৫. 'The plant, when it turns to the sunlight, may be said to have a want; but it is at least not usually supposed to have any consciousness of the nature of the object that will satisfy it'. Ibid. P.32.

৬. 'The hungry lion, may be more or less aware of the nature of the object that it seeks'. Ibid. P. 32.

৭. 'In the case of desire, there is not merely the consciousness of an object, with an accompanying feeling of pleasure and pain, but also a recognition of the object as a good'. Ibid P. 33.

৮. 'In the desire of food there is involved, in addition to the hunger, the representation of the food as an end which it is worth while to secure'. Ibid. P. 33.

২.৮ কামনা, ইচ্ছা এবং সঙ্কল্প
Desire, wish and will

মানুষের জীবনে কামনার অন্ত নেই, এবং কামনাই ঐচ্ছিক বা স্বেচ্ছাকৃত কর্মের উৎস। অভাববোধ থেকে কামনার উদ্রেক হয় এবং ব্যক্তি তখন তার কামনার বস্তুকে লাভ করে তৃপ্ত হতে চায়। কিন্তু মানুষের কামনা একটি নয়, অনেক। একসঙ্গে অনেক কামনার পরিতৃপ্তি সাধন সম্ভব হয় না বলে বিভিন্ন কামনার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই কামনার দ্বন্দ্বে (*conflict of desires*) বিভিন্ন কামনাগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব বা মূল্য বিচার-বিবেচনাপূর্বক নির্ধারণ করতে হয়। বর্তমান অবস্থায় কোন্ কামনাটির গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত বেশী, কোনটির ফলাফল অপেক্ষাকৃত বেশী মূল্যবান ইত্যাদি বিবেচনা করে কোন একটি কামনাকে নির্বাচন করতে হয় এবং অন্যান্য কামনাগুলিকে দমন অথবা পরিত্যাগ করতে হয়। **কামনার দ্বন্দ্বে যে কামনাটি জয়লাভ করে তাকেই বলে 'ইচ্ছা'** (*wish*)। **অর্থাৎ 'ইচ্ছা' বলতে বোঝায় নির্বাচিত বা কার্যকর কামনা'**।[৯]

আমরা সাধারণত 'কামনা' ও 'ইচ্ছা' শব্দ দুটিকে একই অর্থে প্রয়োগ করে থাকি; কিন্তু ম্যাকেঞ্জির মতে, এদের মধ্যে পার্থক্য আছে। ইচ্ছামাত্রই কামনা হলেও, কামনা মাত্রই ইচ্ছা নয়। **কামনার দ্বন্দ্বে কেবল জয়ী কামনাটিই 'ইচ্ছা'**। দৃষ্টান্ত দিয়ে ম্যাকেঞ্জি বিষয়টি বুঝিয়েছেন ঃ কোন ক্ষুধার্ত ব্যক্তির খাদ্যের কামনা স্বাভাবিকভাবে থাকলেও, কোন ধর্মীয় কারণে অথবা কোন কর্তব্যকর্মে যুক্ত থাকার জন্যে, খাদ্যের কামনার পরিতৃপ্তি সেই সময়ে সে না চাইতেও পারে। এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির খাদ্যের কামনাকে 'কামনা' (*desire*) বলা গেলেও 'খাদ্যের ইচ্ছা' (*wish*) বলা যাবে না, কেননা কামনাটি ঐ সময়ে প্রাধান্য পায় না, বরঞ্চ তাকে দমন করতে হয়।[১০]

'কামনা' ও 'ইচ্ছা'র মধ্যে যেমন পার্থক্য আছে, তেমনি, ম্যাকেঞ্জির মতে, 'ইচ্ছা' (*wish*) ও 'সঙ্কল্পে'র (*will*) মধ্যেও পার্থক্য আছে। ইচ্ছা মাত্রই সঙ্কল্প নয়, কিন্তু সব সঙ্কল্পই ইচ্ছা। নির্বাচিত বা কার্যকর কামনাটি অর্থাৎ ইচ্ছাটি যদি কামনার জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তাহলে তা কেবল 'ইচ্ছা'-রূপেই থাকে, 'সঙ্কল্পে' পরিণত হতে পারে না; **আর কার্যকর কামনা বা ইচ্ছাটি যদি কামনার জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তাহলে তা 'সঙ্কল্পে'** (*will*) **পরিণত হয়**। ইচ্ছা হচ্ছে সেই নির্বাচিত বা কার্যকর কামনা যা কামনার জগতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হতেও পারে; কিন্তু সঙ্কল্প হচ্ছে সেই নির্বাচিত বা কার্যকর কামনা যা কামনার জগতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বিষয়টিকে ম্যাকেঞ্জি শেক্সপীয়রের *King Richare III* নাটকের একটি উক্তি উল্লেখ করে বুঝিয়েছেন— *Gloucestor*-এর *Duke*-এর প্রতি *Lady Anne* -এর উক্তি,—'যদিও আমি তোমার মৃত্যু ইচ্ছা করি তথাপি আমি তোমার হন্তা হতে সঙ্কল্প করি না' (*Though I wish thy death, I will not be the executioner*')। এখানে *Duke* -কে হত্যার কামনাটি প্রাধান্য পেলেও অর্থাৎ তা 'ইচ্ছা' (*wish*) হলেও, কামনার জগতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়ায় তা 'সঙ্কল্প' (*will*) হতে পারেনি।

২.৯ উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়
Motive and Intention

ঐচ্ছিক ক্রিয়ার ব্যাখ্যায় 'উদ্দেশ্য' (*motive*) ও 'অভিপ্রায়' (*intention*) শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়। মানুষের স্বেচ্ছাকৃত কর্ম বা ঐচ্ছিক ক্রিয়াই নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু এবং **'উদ্দেশ্য' ও 'অভিপ্রায়ের' পরিপ্রেক্ষিতেই স্বেচ্ছাকৃত কর্মের নৈতিক বিচার করা হয়**। এজন্য স্বেচ্ছাকৃত কর্মের নৈতিক বিচারের আলোচনার পূর্বে (ক) 'উদ্দেশ্য' ও (খ) 'অভিপ্রায়ের' অর্থ জানা প্রয়োজন।

---

৯. 'An wish is an effective desire'. Ibid. P. 38.

১০. 'A hungry man may be said to have a desire for good; ..... The desire may be kept in abeyance by a sense of religious obligation, by devotion to work, or by some over-mastering passion'. Ibid. P. 38.

(ক) উদ্দেশ্য (*Motive*) :

সাধারণ অর্থে 'উদ্দেশ্য' (*motive*) বলতে বোঝায়— 'যা আমাদের কর্মে প্রবৃত্ত করে'। অধ্যাপক লিলি (*Lillie*) 'উদ্দেশ্যের' সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'উদ্দেশ্য হল সেই সচেতন মানসিক প্রক্রিয়া যা কোন ব্যক্তিকে বিশেষ কোন একভাবে কর্ম করতে প্রবৃত্ত করে বা চালিত করে'।[১১] অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জিও 'উদ্দেশ্য' শব্দটিকে একই অর্থে প্রয়োগ করে শব্দটিকে দ্ব্যর্থক বলেছেন, কেননা 'প্রবৃত্ত করে' বা 'চালিত করে' (*moves*) কথাটি দ্ব্যর্থক। প্রথমত, সহজাত **প্রবৃত্তির তাড়না** (*instinctive craving*) বা অনুভূতি (*feeling*) আমাদের কর্মে প্রবৃত্ত করে, এবং দ্বিতীয়ত, **কাম্যবস্তু** বা **লক্ষ্যের ধারণাও** (*idea of the end*) আমাদের কর্মে প্রবৃত্ত করে। সহজাত প্রবৃত্তি বা অনুভূতি আমাদের কর্ম করতে প্রেরণা দেয় (*impels*) বলে তাকে যেমন 'উদ্দেশ্য' বলতে হয়, তেমনি লক্ষ্যবস্তুর ধারণা আমাদের কর্মে আকর্ষণ করে (*induces*) বলে তাকেও 'উদ্দেশ্য' বলতে হয়।[১২]

একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে অধ্যাপক লিলি 'উদ্দেশ্য' শব্দটির এই দুটি অর্থকে বুঝিয়েছেন: পিতা যখন তার পুত্রকে কোন বিদ্যালয়ে পাঠায় তখন বাৎসল্য প্রবৃত্তি (*parental instinct*) বা পিতৃসুলভ অনুভূতি (*parental affection*) তাকে ঐ কর্মে প্রেরণা দেয় বলে তা কর্মের 'উদ্দেশ্য'; আবার, 'বিদ্যালাভ করে পুত্র পরিণত ও স্বাবলম্বী হবে' এই লক্ষ্য পিতাকে ঐ কর্মে আকৃষ্ট করে বা প্রবৃত্ত করে বলে তাও কর্মের 'উদ্দেশ্য'।[১৩] প্রথমটি অর্থাৎ প্রবৃত্তির তাড়না বা অনুভূতি যেন **পিছন থেকে** ধাক্কা দিয়ে ব্যক্তিকে কর্মে প্রবৃত্ত করে, আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ লক্ষ্যবস্তুর ধারণা যেন **সামনের দিক থেকে** ব্যক্তিকে কর্মে আকর্ষণ করে। স্পষ্টতই, 'উদ্দেশ্য' শব্দটি দুটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে এবং বিভিন্ন নীতিবিদ শব্দটিকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থেই ব্যবহার করেছেন।

***প্রথমত,* 'সহজাত প্রবৃত্তির তাড়না বা অনুভূতি, যা আমাদের কর্ম-প্রেরণা দেয়'—এই অর্থে 'উদ্দেশ্য' শব্দটিকে অনেকে প্রয়োগ করেছেন।** এই অর্থে 'উদ্দেশ্য' বলতে বোঝায়—রাগ বা দ্বেষ বা ভয় বা করুণা বা সুখ বা দুঃখ ইত্যাদি অনুভূতি, কেননা এসব অনুভূতি আমাদের কর্ম-প্রেরণা জোগায়। অনেকে আবার এসব অনুভূতির মধ্যে সুখ-দুঃখ অনুভূতিকেই 'চরম উদ্দেশ্য' (*ultimate motive*) বলেছেন।[১৪] যেমন, হিউম (*Hume*), বেন্থাম (*Bentham*), মিল (*Mill*) প্রমুখ সুখবাদীরা (*Hedonists*) 'উদ্দেশ্য' শব্দটিকে প্রথম অর্থে গ্রহণ করে সুখ-দুঃখের অনুভূতিকেই মানুষের স্বেচ্ছাকৃত কর্মের চরম উদ্দেশ্য বলেছেন। এদের মতে, সুখ ও দুঃখের অনুভূতিই আমাদের সকল কর্মে প্রেরণা দেয়—দুঃখকে যথাসম্ভব পরিহার করে অধিক পরিমাণে সুখলাভের জন্যই আমরা কর্মে প্রবৃত্ত হই। সহজ কথায়, **সুখবাদীদের মতে সুখ-দুঃখের অনুভূতিই হল মানুষের জীবনের চরম 'উদ্দেশ্য' যা তাকে কর্ম-প্রেরণা দেয় এবং কর্মে প্রবৃত্ত করে।**

***দ্বিতীয়ত,* 'উদ্দেশ্য' বলতে সেই কাম্যবস্তু বা লক্ষ্যবস্তুকে** বোঝায় যাকে লাভ করার জন্য ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কর্মে প্রবৃত্ত হয়। ম্যাকেঞ্জি, গ্রীন (*Green*), মূরহেড্ (*Muirhead*) প্রমুখ নীতিবিদগণ এই 'কাম্যবস্তু বা লক্ষ্যবস্তুর ধারণাকে'ই 'উদ্দেশ্য' (*motive*) বলেছেন। এঁদের মতে, পশুর ন্যায় মানুষ অন্ধ প্রবৃত্তি বা অনুভূতির দাস নয়। পশুর ন্যায় মানুষও অন্ধ প্রবৃত্তি ও অনুভূতির দ্বারা চালিত হলে মানুষের কোন কর্মকেই 'স্বেচ্ছাকৃত' বা 'ঐচ্ছিক' বলা যাবে না। কেবল ঐচ্ছিক কর্মেরই নৈতিক বিচার সম্ভব। 'যে মানুষ আবেগের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত অর্থাৎ যে আবেগের দাসত্ব স্বীকার করে, তার কোন কর্মেরই নৈতিক বিচার (ভালত্ব-মন্দত্ব বিচার) করা যায় না, যেমন করা যায় না উন্মত্ত ও প্রমত্তের আচরণের ভাল-মন্দ

---

১১. 'A motive may be defined as a conscious mental process which moves a man to act in a particular way'. An Introduction to Ethics. Lillie. P. 29.

১২. A motive may be understood to mean either that which impels or that which induces us to act in a particular way'. A Manual of Ethics. Mackenzie. P. 50.

১৩. 'The motive which impels a father to send his son to school may be from one aspect the parental instinct or parental affection impelling him to do so; from another aspect it is his giving his son an education that will secure his full development and enable him to earn his living that induces the father to do so.' An Introduction to Ethics. Lillie. P. 29.

১৪. 'Some writers have even maintained that pleasure and pain are the only ultimate motives." A Manual of Ethics. Mackenzie. P. 50.

বিচার'[১৫]। ম্যাকেঞ্জির মতে, 'নৈতিক কর্মকে হতে হবে উদ্দেশ্যমুখী, এবং উদ্দেশ্যমুখী কর্ম কেবল প্রবৃত্তি বা অনুভূতির অন্ধ তাড়নায় হতে পারে না—কোন লক্ষ্যসাধনের ধারণা বা চিন্তাই কর্মকর্তাকে কর্মে নিযুক্ত করে'[১৬]। 'বিপন্ন প্রতিবেশীকে করুণাবশে সাহায্য করা'—এই বিষয়টির উল্লেখ করে ম্যাকেঞ্জি তাঁর বক্তব্যকে বুঝিয়েছেন। এখানে বিশুদ্ধ করুণা (যা অনুভূতিমাত্র) কর্মের (সাহায্য করার) আবশ্যিক শর্ত হলেও পর্যাপ্ত শর্ত নয়। বিশুদ্ধ করুণা অশ্রুপাতের কারণ হতে পারে কিন্তু কর্মের (সাহায্য করার) কারণ হতে পারে না। বিশুদ্ধ করুণার সঙ্গে লক্ষ্যের ধারণা (এখানে বিপন্ন প্রতিবেশীকে সাহায্য করার ধারণা) যুক্ত হলে তবেই কর্মটি ('সাহায্য করা' রূপ কর্মটি) সাধিত হয়। লক্ষ্যের ধারণা বা চিন্তাই কর্তাকে কর্মে নিযুক্ত করে বলে, **ম্যাকেঞ্জির মতে 'লক্ষ্যের ধারণাই হচ্ছে উদ্দেশ্য'**। ম্যাকেঞ্জির ন্যায় ভাববাদী দার্শনিক গ্রীনও 'লক্ষ্যের ধারণা বা চিন্তাকেই' 'উদ্দেশ্য' বলেছেন। উদ্দেশ্যের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে গ্রীন বলেন, 'আত্মসচেতন মানুষ যে কাম্যবস্তুর ধারণাকে **সামনে রেখে** তাকে লাভ করার জন্য সচেষ্ট হয়, সেটাই হচ্ছে 'উদ্দেশ্য'[১৭]। মূরহেড্ (*Muirhead*) আবার কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করে 'নির্বাচিত কাম্যবস্তুর ধারণাকে' (*idea of the end choosen by the self*) 'উদ্দেশ্য' বলেছেন। মূরহেডের মতে, 'উদ্দেশ্য' (*motive*) বলতে যেমন 'কেবল অনুভূতিকে' (*mere feeling*) বোঝায় না, তেমনি আবার 'কেবল লক্ষ্যের ধারণাকেও' বোঝায় না; 'উদ্দেশ্য' বলতে আসলে বোঝায়, 'নির্বাচিত কাম্যবস্তুর ধারণাকে'। কামনার দ্বন্দ্বে নির্বাচিত যে কাম্যবস্তুটি কামনার জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, সেই কাম্যবস্তুর ধারণাই হল 'উদ্দেশ্য' (*motive*) যা ব্যক্তিকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করে।

'উদ্দেশ্য' সম্পর্কে এই দ্বিতীয় অভিমতের মূলে হচ্ছে অ্যারিস্টটলের অভিমত। অ্যারিস্টটল তাঁর *De Anima* গ্রন্থে বলেছেন **'উদ্দেশ্য হল সেই লক্ষ্যবস্তুর ধারণা যা ব্যক্তিকে কর্মে প্রবৃত্ত করে'**[১৮]।

ক (*i*) সুখ ও উদ্দেশ্য (*Pleasure and Motive*)

বেন্থাম (*Bentham*), মিল (*Mill*) প্রমুখ মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদীদের (*Psychological hedonists*) মতে, সুখ (এবং দুঃখও) হচ্ছে মানুষের সকল ক্রিয়ার উদ্দেশ্য (*motive*) বা কাম্যবস্তু। মানুষ স্বভাববশে সুখ পেতে চায় এবং দুঃখকে পরিহার করতে চায়। সুখই মানুষের স্বাভাবিক কাম্যবস্তু এবং সমস্ত কর্মের **একমাত্র উদ্দেশ্য** (*only motive*)। মানুষ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, সম্পদ, শক্তি, জ্ঞান, যশ—সবই কামনা করে সুখের জন্যে। মানুষের সকল কর্মের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে সুখ। বেন্থাম এ প্রসঙ্গে বলেন, 'প্রকৃতি মানুষকে সুখ এবং দুঃখ এই দুই সম্রাটের অধীনস্থ করে রেখেছে। আমাদের সব ধ্যান-ধারণা, ভাবনা-চিন্তা, এমনকি সমগ্র জীবনই ঐ দুই সম্রাটের নিয়ন্ত্রণাধীন। ..... মানুষের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সুখলাভ ও দুঃখ-পরিহার'[১৯]। বেন্থামের মতো মিলও (*Mill*) বলেন যে, আমরা স্বভাবতই সুখ কামনা করি এবং সুখই আমাদের সমস্ত কর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য বা কাম্যবস্তু। সহজ কথায়, **বেন্থাম ও মিলের মতে সুখ ও কাম্যবস্তু বা উদ্দেশ্য দুটি ভিন্ন বিষয় নয়। সুখই কাম্যবস্তু এবং কাম্যবস্তুই সুখ।**

কিন্তু এ অভিমত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, আমরা যা কামনা করি তা সুখ নয়, তা হল সুখ-প্রদায়ক কোন বস্তু। ক্ষুধার্ত ব্যক্তি সুখ কামনা করে না, কামনা করে খ্যাদ্যবস্তু যা গ্রহণ করলে ফলস্বরূপ

---

১৫. 'If he (a man) is entirely mastered by his passion, we cannot pass a moral judgment on his act, any more than on the act of a madman, or one who is drunk.' Ibid. P. 51.

১৬. 'Moral activity or conduct is purposeful action; and action with a purpose is not simply moved by feeling: it is moved rather by the thought of some end to be attained'. Ibid. P. 51.

১৭. 'Motive is an idea of an end which a self conscious subject presents to itself and which it strives and tends to realise.' Prolegemena to Ethics. Green. P. 134.

১৮. 'Motive is always the desired object that moves to action'.- Quotation taken from Mackenzie's Manual of Ethics. P. 52.

১৯. 'Nature has placed man under the empire of pleasure and of pain. We owe to them all our ideas; we refer to them all our judgments, and all the determinations of life..... His only object is to seek pleasure and shun pain.- Principles of Legislation. J. Bentham. Ch. I.

সুখ পাওয়া যায়। কাজেই, কাম্যবস্তু সুখ নয়, তা হল সুখ দিতে পারে এমন কোন বস্তু। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে সুখই কাম্যবস্তু হতে পারে। যেমন, ক্ষুধা না থাকলেও কোন পেটুক ব্যক্তি কেবল সুখলাভের জন্যেই (খাদ্যবস্তুর জন্য নয়, যেহেতু তার ক্ষুধা নেই) মুখরোচক খাদ্যসামগ্রী আহার করতে পারে। তবে সাধারণভাবে মানুষ সুখকে কামনা করে না, কামনা করে এমন কোন বস্তু যা তাকে সুখ দিতে পারে।

তাছাড়া, সুখকে একমাত্র উদ্দেশ্য বা কাম্যবস্তু বললে পশুর সঙ্গে মানুষের কোন প্রভেদ থাকে না। পশুর সুখের অনুভূতি থাকলেও, মানুষ ঐ সুখের অন্ধ অনুভূতির দ্বারা সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় না। মানুষের যেমন পশুর মতন অন্ধ প্রবৃত্তি ও অনুভূতি আছে, তেমনি আবার এক অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য বিচার-বুদ্ধিও আছে। মানুষ তার ঐ অতিরিক্ত বিচারবুদ্ধি দিয়ে কাম্যবস্তুর ধারণা গঠন করে, যাকে সে ইষ্ট (*good*) মনে করে পেতে চায়। ঐ কাম্যবস্তুর ধারণাই মানুষকে তার কর্মে প্রবৃত্ত করে। কাজেই, মানুষের জীবনে কেবল সুখই উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হচ্ছে— এমন কোন বস্তুর ধারণা যাকে তার বিচারবুদ্ধি 'কাম্য' বলে মনে করে।

ক (*ii*) বিচারবুদ্ধি ও উদ্দেশ্য (*Reason and Motive*) :

অনেকের মতে অন্ধ প্রবৃত্তি বা আবেগ (*instinct or passion*) আমাদের কর্মে প্রবৃত্ত করতে পারলেও বিচারবুদ্ধি (*reason*) তা পারে না এবং সেজন্য **বিচারবুদ্ধিকে কর্মের 'উদ্দেশ্য'** (*motive*) **বলা যায় না**। দার্শনিক হিউম (*Hume*) এই মতের সমর্থক। হিউম বলেন, 'বিচারবুদ্ধি হল আবেগের ক্রীতদাস এবং এভাবেই তার থাকা বাঞ্ছনীয়। আবেগের নির্দেশ মেনে চলা এবং তার বশ্যতা স্বীকার করা ছাড়া বিচারবুদ্ধির অন্য কোন করণীয় থাকতে পারে না'[২০]। আবেগই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নির্ধারণ করে, বিচারবুদ্ধি কেবল সেই লক্ষ্যলাভের উপায় নির্ধারণ করে। আবেগ-নির্ধারিত উদ্দেশ্যকে বিচারবুদ্ধি গ্রহণ না করে পারে না। কাজেই **হিউমের মতে, বিচারবুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে আবেগের অধীন**। আবেগের নিয়ন্ত্রণাধীন থেকে আমাদের বিচারবুদ্ধি কেবল আবেগ-নির্ধারিত উদ্দেশ্য বা কাম্যবস্তুকে সর্বাপেক্ষা উপযোগী কোন পথে পাওয়া যেতে পারে, সেই উপায় বা পথের নির্দেশ দেয় মাত্র। এছাড়া বিচারবুদ্ধির অন্য কোন কাজ নেই।

হিউমের এই অভিমত যুক্তিযুক্ত হয়নি। মতবাদটির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে ম্যাকেঞ্জি বলেন, 'মতবাদটি এই স্বীকৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত যে—আমাদের মন কতকগুলি অসংলগ্ন ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন কামনার সমষ্টিমাত্র, যাদের মধ্যে বিচারবুদ্ধি এক স্বতন্ত্র শক্তিরূপে কাজ করে।'[২১] স্বীকৃতিটি ভ্রান্ত। মানুষ যে কামনার জগতে বাস করে সেই জগতের অন্তর্গত বিভিন্ন কামনাগুলি স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্নরূপে থাকতে পারে না, তারা সকলে মিলে একটি 'সমগ্র' রচনা করে। ঐ সমগ্রের জগৎ থেকে বিচারবুদ্ধি কোন একটি কামনাকে যোগ্যরূপে নির্বাচন করে, অর্থাৎ কোন একটি কামনাকে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য নির্ধারণে বিচারবুদ্ধির অবদানকে স্বীকার না করে মানুষকে প্রবৃত্তি বা 'আবেগের দাস' বললে ইতর প্রাণীর সঙ্গে মানুষের প্রভেদ লুপ্ত হয়ে যায়। মানুষের বিচারবুদ্ধিই সাধারণত তার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যবস্তুকে নির্ধারণ করে, যা ইতর প্রাণীর জীবনে সম্ভব হয় না।[২২] তবে, এর থেকে এমন মনে করাও সঙ্গত হবে না যে, মানুষের উদ্দেশ্য সর্বদাই এবং সম্পূর্ণভাবে বিচারবুদ্ধির দ্বারা নির্ধারিত হয়। মানুষের যেমন বিচারবুদ্ধি আছে তেমনি পশুর ন্যায় অন্ধ প্রবৃত্তি ও আবেগও আছে। কাজেই, অনেক ক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধির দ্বারা চালিত না হয়ে মানুষ আবেগের দ্বারাও পরিচালিত হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে কর্মের উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয় প্রবৃত্তি বা আবেগের দ্বারা। এজন্যই দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে কিসে আমাদের ভাল হবে তার ধারণা পোষণ করেও আমরা মন্দ কাজ করি, কোনটা যথোচিত কাজ জেনেও

---

২০. 'Reason is, and ought to be, the slave of the passion, and can never pretend to any other office than to serve and obey them'- Treatise of Human Nature. Book II, Part III, Sec. III. P. 127. D. Hume.

২১. 'It proceeds on the supposition that our mental constitution is made up of a number of isolated and independent desires, among which reason works as a separate faculty'. A Manual of Ethics. Mackenzie. P. 61.

২২. 'Reason may set before us ends or motives which for an irrational being would not exist at all.' Ibid. P. 61.

আমরা অনুচিত কাজ করি। এসব ক্ষেত্রে আমরা আবেগের দ্বারা চালিত হই অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে আবেগই 'উদ্দেশ্য' যা আমাদের কর্মে প্রবৃত্ত করে। তাই উপসংহারে একথাই বলতে হয় যে, **মানুষের জীবনে বিচারবুদ্ধি উদ্দেশ্য নির্ধারক হলেও একমাত্র নির্ধারক নয়—আবেগও কখনো কখনো উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে।**

(খ) অভিপ্রায় (*Intention*) :

'অভিপ্রায়ে'র অর্থ 'উদ্দেশ্য' অপেক্ষা অনেক ব্যাপক। 'উদ্দেশ্য' বলতে কেবল **লক্ষ্যবস্তুর ধারণাকে** বোঝায়। অভিপ্রায় বলতে (ক) **লক্ষ্যবস্তুর ধারণাকে,** (খ) **লক্ষ্যলাভের উপায়কে** এবং (গ) **ফলাফলের চিন্তাকেও** বোঝায়। স্পষ্টতই, অভিপ্রায়ের মধ্যে উদ্দেশ্য অন্তর্ভুক্ত; এবং 'অভিপ্রায়', 'উদ্দেশ্য' অপেক্ষা আরও বেশী কিছু। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে ম্যাকেঞ্জি বিষয়টি বুঝিয়েছেন। কোন সংস্কারক যখন সমাজ বা রাষ্ট্রের পরিবর্তন চান তখন তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে অংশত জনসাধারণের কল্যাণসাধন এবং অংশত আত্মপ্রতিষ্ঠা বা যশোলাভ। এই দুটি লক্ষ্যই অভিপ্রায়ের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সংস্কারক এটা জানেন যে সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে ঐ প্রকার লক্ষ্যলাভ করতে হলে তা শান্তির পথে সম্ভব হবে না, অনেক নরহত্যা ও রক্তপাতের প্রয়োজন হবে, নিজেকেও অনেক নিগ্রহ সহ্য করতে হবে। এসব দুঃখদায়ক পরিণামের কথা চিন্তা করে তবেই ঐ সংস্কারক ঐ উপায় (নরহত্যা ইত্যাদি) অবলম্বন করে পরিবর্তন সাধনে প্রবৃত্ত হন অথবা নিবৃত্ত থাকেন।[২৩] **অভিপ্রায়ের মধ্যে, এইপ্রকারে, লক্ষ্যের ধারণা, লক্ষ্যলাভের উপায় ও অনিবার্য ফলাফলের চিন্তা, সবই অন্তর্ভুক্ত।**

ম্যাকেঞ্জির মতে, অভিপ্রায় বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। যথা—

প্রথমত, অভিপ্রায় **তাৎক্ষণিক** (*immediate*) এবং **দূরবর্তী** (*remote*) হতে পারে। একই কর্মসাধনে দুইজন ব্যক্তির তাৎক্ষণিক অভিপ্রায় অভিন্ন হলেও দূরবর্তী অভিপ্রায় ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। নদীতে নিমজ্জমান কোন ব্যক্তির (খুনীব্যক্তির) জীবনরক্ষার জন্য দুইজন ব্যক্তি (যাদের একজন পুলিশ) নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লে তাদের দুজনেরই তাৎক্ষণিক অভিপ্রায়—'নিমজ্জমান ব্যক্তির জীবনরক্ষা'— অভিন্ন হলেও দূরবর্তী অভিপ্রায় ভিন্ন ভিন্ন হয়। নিমজ্জমান ব্যক্তির জীবনকে রক্ষা করার জন্যই একজন জলে ঝাঁপ দেয়, আর লোকটিকে ফাঁসি দিয়ে মারবার জন্য অন্যজন (যে পুলিস) জলে ঝাঁপ দেয়।

দ্বিতীয়ত, অভিপ্রায় **বাহ্য** (*outer*) এবং **আন্তর** (*inner*) হতে পারে। পীড়িতের সেবা-শুশ্রূষার ক্ষেত্রে শুশ্রূষাকারীর দুই প্রকার অভিপ্রায় থাকতে পারে— (ক) পীড়িতের পীড়ার উপশম ঘটানো, (খ) পীড়িতের ব্যথা-বেদনার অস্বস্তিকর চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্ত করা। প্রথমটি বাহ্য অভিপ্রায়, দ্বিতীয়টি আন্তর।

তৃতীয়ত, অভিপ্রায় **অপরোক্ষ** (*direct*) এবং **পরোক্ষ** (*indirect*) হতে পারে। অপরাপর যাত্রীর সঙ্গে রাজা যে রেলগাড়ীতে যাচ্ছেন, রাজাকে হত্যা করার জন্য, কোন সন্ত্রাসবাদী যদি সেই গাড়ীটিকে ধ্বংস করতে চায়, তাহলে তার অপরোক্ষ অভিপ্রায় হবে, রাজার মৃত্যু ঘটানো; আর পরোক্ষ অভিপ্রায় হবে, রাজার সহযাত্রীদের মৃত্যু ঘটানো।

চতুর্থত, অভিপ্রায় **চেতন** (*conscious*) এবং **নির্জ্ঞান** (*unconscious*) হতে পারে। মনোসমীক্ষকদের মতে, মানুষের এমন অনেক মানসবৃত্তি আছে যাদের সম্পর্কে ব্যক্তির কোনরূপ চেতনা থাকে না, যদিও নির্জ্ঞানের ঐসব মানসবৃত্তি ব্যক্তির আচার-আচরণকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। জনগণের কল্যাণসাধনের চিন্তা করে কোন ব্যক্তি যখন জনকল্যাণমূলক কর্মে ব্রতী থাকেন তখন তাঁর নির্জ্ঞানের ইচ্ছাটি স্বার্থসিদ্ধি বা আত্মপ্রতিষ্ঠা হতে পারে। এখানে চেতন অভিপ্রায়টি হল, জনকল্যাণসাধন, আর নির্জ্ঞান অভিপ্রায়টি হল, স্বার্থসিদ্ধি বা আত্মপ্রতিষ্ঠা। অধ্যাপক লিলি (*Lillie*) অবশ্য 'নির্জ্ঞান অভিপ্রায়'কে নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় বলেননি। লিলির অভিমত হল—কোন অভিপ্রায় সম্পর্কে ব্যক্তির কোন চেতনা না থাকলে তা ব্যক্তির

---

২৩. 'The motive of a reformer may be partly that of improving the state of mankind and partly that of acquiring fame for himself. Both of these ends form part of his intention..... But he may also be well aware that the result of his action will be, for a time 'not to send peace on the earth, but a sword'. He may anticipate a certain amount of confusion and misery as the immediate result of his action, and perhaps also of persecution for himself. A Manual of Ethics. Mackenzie. P. 53.

ইচ্ছাধীন হয় না এবং তার ফলে ঐ অভিপ্রায়কে নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়রূপে গ্রহণ করা যায় না'[২৪]।

পঞ্চমত, অভিপ্রায় **আকারগত** *(formal)* এবং **বিষয়গত** *(material)* হতে পারে। যে নীতি অনুসরণ করে কাজটি করা হয় তা হল আকারগত অভিপ্রায়; আর যে পরিণাম চিন্তা করে কাজটি করা হয় তা হল বিষয়গত অভিপ্রায়। কোন দেশের সরকার অতিরিক্ত প্রগতিশীল অথবা অতিরিক্ত রক্ষণশীল এমন দুটি ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা করে দুইজন ব্যক্তি ঐ সরকারের পতন চাইতে পারে। এখানে ঐ দুইজন ব্যক্তির বিষয়গত অভিপ্রায় অভিন্ন হলেও তাদের আকারগত অভিপ্রায় ভিন্ন ভিন্ন— একজন সরকারের প্রগতিশীল নীতিকে, অন্যজন রক্ষণশীল নীতিকে মন্দ মনে করে তার পতন ঘটাতে চায়।

২.১০ উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের সম্বন্ধ
Relation between Motive and Intention

আমরা সাধারণত 'উদ্দেশ্য' ও 'অভিপ্রায়' শব্দ দুটিকে একই অর্থে ব্যবহার করে থাকি; কিন্তু নীতিবিদ্যায় শব্দ দুটির অর্থ অভিন্ন নয়। নীতিবিদ্যায় 'অভিপ্রায়' শব্দটিকে 'উদ্দেশ্য' অপেক্ষা ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করা হয়। নীতিবিদ্যায় **'উদ্দেশ্য' বলতে কেবল নির্বাচিত কাম্যবস্তু বা লক্ষ্যবস্তুর ধারণাকে বোঝায়; কিন্তু 'অভিপ্রায়' বলতে বোঝায় (ক) লক্ষ্যবস্তুর ধারণা, (খ) লক্ষ্যবস্তুকে লাভ করার জন্য উপায়ের চিন্তা এবং (গ) লক্ষ্যসাধন করতে গেলে সম্ভাব্য পরিণাম বা ফলাফলের চিন্তা, যা বাঞ্ছিত হতে পারে আবার অবাঞ্ছিতও হতে পারে।** স্পষ্টতই উদ্দেশ্য অভিপ্রায়ের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু অভিপ্রায় উদ্দেশ্যর অন্তর্ভুক্ত নয়, কেননা অভিপ্রায়ের সবটাই উদ্দেশ্য নয় (খ ও গ বৈশিষ্ট্যদুটি অভিপ্রায়ের অন্তর্গত হলেও তারা লক্ষ্যবস্তু বা উদ্দেশ্য নয়)। দৃষ্টান্ত দিয়ে উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের মধ্যে পার্থক্য বোঝান গেল ঃ

কোন সংস্কারক যখন রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চান তখন তাঁর উদ্দেশ্য হতে পারে মানুষের কল্যাণসাধন। কিন্তু সংস্কারক এটাও জানেন যে রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে ঐ প্রকার উদ্দেশ্যসাধন করতে হলে তা শান্তির পথে সম্ভব হবে না, অনেক নরহত্যা ও রক্তপাতের প্রয়োজন হবে। এসব অবাঞ্ছিত পরিণামের কথা চিন্তা করেও সংস্কারক ঐ উপায়ে পরিবর্তন সাধনে প্রবৃত্ত হন। এসব অবাঞ্ছিত পরিণাম সংস্কারকের উদ্দেশ্যের অন্তর্গত না হলেও অভিপ্রায়ের অন্তর্ভুক্ত। তেমনি, দেশের কল্যাণসাধনের চিন্তা করে ব্রুটাস যখন জুলিয়াস সিজারকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেন তখন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দেশের কল্যাণ, সিজারকে হত্যা নয়; কিন্তু দেশের কল্যাণের জন্য সিজারকে হত্যা করা এবং তার পরিণামের সম্মুখীন হওয়া—এসবই ছিল ব্রুটাসের **অভিপ্রায়ের** অন্তর্ভুক্ত। কাজেই, **উদ্দেশ্য অভিপ্রায়ের অন্তর্ভুক্ত হলেও তা সমগ্র অভিপ্রায় নয়।** অভিপ্রায় উদ্দেশ্য অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যাপক। নীতিবিদ্যায় উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের মধ্যে এ প্রকার সুস্পষ্ট পার্থক্যের উল্লেখ করা হয়।

বেন্থাম উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেছেন,— যে লক্ষ্য সাধনের জন্য কাজটি করা হয় তা হল উদ্দেশ্য; আর প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, যে লক্ষ্যসাধনের জন্য কাজটি করা হয়, তা হল অভিপ্রায়। এজন্য উদ্দেশ্যের মধ্যে কেবল **প্ররোচক** থাকে, আর অভিপ্রায়ের মধ্যে **প্রতিরোধকও** থাকে। যেমন, সিজারকে হত্যার ক্ষেত্রে ব্রুটাসের **উদ্দেশ্য** হচ্ছে দেশের কল্যাণ এবং ঐ কল্যাণ কামনাই তাঁকে কর্মে প্রবৃত্ত করে (প্ররোচক); আর ব্রুটাসের **অভিপ্রায়** হচ্ছে, সিজারকে হত্যার মাধ্যমে দেশের কল্যাণ সাধন। এখানে সিজারকে হত্যা করার ক্ষেত্রে, হত্যার পরিণামস্বরূপ বিপর্যয় প্রভৃতি অবাঞ্ছিত বিষয়গুলি প্রতিরোধক, অর্থাৎ দেশের কল্যাণসাধনের (উদ্দেশ্যসাধনের) পথে বাধাস্বরূপ। অভিপ্রায়ের অন্তর্গত এই প্রতিরোধক শক্তির জন্যই কর্মকর্তা কখনো কর্মে প্রবৃত্ত হন আবার কখনো কর্ম করা থেকে নিবৃত্ত থাকেন।

---

২৪. 'In so for as such determining factors are unconscious they are outside our control and so not of direct interest to ethics.' An Introduction to Ethics. Lillie. P. 31.